বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ
১৪১-১৪৩ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
www.biwta.gov.bd
নৌ-পথ শাখা

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
নদী রাখবো পরিষ্কার

নম্বর ১৮.১১.০০০০.৩৮২.৪৫.০০৪.২২.১১১

তারিখ: ১০ ফাল্গুন ১৪২৯
২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩

পাক্ষিক নদী বিজ্ঞপ্তি নং-০৪, মাসঃ ফেব্রুয়ারী/২৩ (২য় পাক্ষিক সংক্ষিপ্ত), ১৫-০২-২০২৩ইং হতে ২৮-০২-২০২৩ইং পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

ক্রঃ নং	নৌ-পথের নাম	দূরত্ব (কিঃমিঃ)	শোলের নাম ও গভীরতা	নৌ-চলাচলের জন্য উন্মুক্ত	প্রটোকল রুট নং	ড্রাফট সীমা (সর্বোচ্চ)
১.	নারায়ণগঞ্জ-চট্টগ্রাম	২৮২	ভাষানচর এবং বয়ারচর এলাকায় ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	১,২,৩,৪, ৭,৮	৩.৯৬ মিঃ*
২.	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ	৩১	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	১,২,৩,৪, ৭,৮	৩.৯৬ মিঃ
৩.	নারায়ণগঞ্জ-ঘোড়াশাল	৪৯	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩,৪,৭,৮	৩.৯৬ মিঃ
৪.	চাঁদপুর-বরিশাল (কালিগঞ্জ হয়ে)	৯৩	রসুলপুর ২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	১,২,৩,৪	৩.৬৫ মিঃ*
৫.	দাউদকান্দী-সোনামুড়া (ববিরিবাজার)	৯৮	-	শুধু দিনে	৯,১০	(বন্ধ)
৬.	বরিশাল-পটুয়াখালী-গলাচিপা-পায়রা বন্দর	১৪৯	কলাগাছিয়া- ১.৫০ মিঃ ও ইছাদি- ২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.০০ মিঃ*
৭.	বরিশাল-পায়রা বন্দর (দুর্গাপাশা-দশমিনা-চরকাজল হয়ে)	১৪২	বদনাতলী- ২.১৩ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.৯৬ মিঃ*
৮.	বরিশাল-খুলনা (এমজি ক্যানেল হয়ে)	১৮৪	মাছমারা হতে উলুবুনিয়া, উলুবুনিয়া-ঘাষিয়াখালী- ৪.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	১,২,৩,৪	৪.০০ মিঃ*
৯.	মংলা-আংটিহারা-রায়মঙ্গাল	১৩৮	চালনা, দাকোপ, বটবুনিয়া, কালিবাড়ী, আড়াশিবসা, শিংগেরনালা ও বজবজা-৩.২৫ মিঃ	দিবা/রাত্রি	১,২,৩,৪	৩.২৫ মিঃ*
১০.	খুলনা-নোয়াপাড়া	৩৩	চালনা, চুনকড়ি, মইদরা, ফুলতলা, ধলগ্রাম, রানাগাতি,তালতলা ও নওয়াপাড়া - ৩.৩০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.৩০ মিঃ*
১১.	ঢাকা-রামচর-মাদারীপুর	১৭২	খাসেরহাট, মহিসেরচর, ফাইসাতলা, খুনেরচর ও বান্দেরহাট- ৩.১০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.২০ মিঃ*
১২.	ঢাকা-নন্দিরবাজার-হুলারহাট	২০৮	৬নং চর গঞ্জাপুর- ২.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		২.৯০ মিঃ*
১৩.	বরিশাল-পটুয়াখালী (ভায়া দপদপিয়া)	৮৪	মির্জাগঞ্জ- ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.০০ মিঃ*

১৪.	বরিশাল-লালমোহন-ভোলা (ভায়া দূর্গাপাশা)	৮৮	লালমোহন নালার মুখ- ২.৭০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		২.৮০ মিঃ*
১৫.	বরগুনা নালা (খাকদোন নদী)	৫	বরগুনা নালা- ২.৪০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.৮০ মিঃ*
১৬.	বরিশাল-ঝালকাঠি-পাথরঘাটা	১১৪	পাথরঘাটা- ৩.৬৫ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.৮০ মিঃ*
১৭.	পটুয়াখালী-আমতলী	৪১	মির্জাগঞ্জ- ১.৮২ মিঃ	দিবা/রাত্রি		২.৬০ মিঃ*
১৮.	হরিনা (চাঁদপুর)-আলুবাজার (ভায়া লক্ষীরচর)	১০	ঈদঁগা-ইব্রাহিমপুর এবং ভেড়াচাক্কী-১ - ভেড়াচাক্কী-২ -৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.০০ মিঃ*
১৯.	নারায়ণগঞ্জ-মতলব	৫৯	আমরিবাদ-এখলাসপুর – ২.৭৪ মিঃ এবং জহিরাবাদ নালার মুখ- ২.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		২.৫০ মিঃ*
২০.	ভোলা (ইলিশা)-(চররমনী নতুন খাড়ী) লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট)	২১	চরমঘো ড্রেজিং খাড়ী- ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.২০ মিঃ*
২১.	চাঁদপুর-মাওয়া-পাটুরিয়া/আরিচা	১১৯	খজুরেতলা-বাবুরচর- ২.৪০ মিঃ এবং আন্ধারমানিক - ৩.০৪ মিঃ	শুধু দিনে	১,২,৭,৮	২.৭৪ মিঃ*
২২.	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী	৫০	মালুরচর ও চষড়া- ৩.০৪ মিঃ	শুধু দিনে		২.৪৪ মিঃ
২৩.	পাটুরিয়া-রূপপুর/পাকশী	১০২	গুয়াড়িয়া-৩.০০ মিঃ	শুধু দিনে	৫,৬	২.৪৩ মিঃ
২৪.	(ক) পাটুরিয়া-সিরাজগঞ্জ (কাউলিয়া)	৫০	ইসলামপুর- ২.২০ মিঃ এবং , কাউলিয়া ও চাপড়ীর চর - ১.৯৮ মিঃ	শুধু দিনে	১,২,৭,৮	১.৮৩ মিঃ
	(খ) সিরাজগঞ্জ (কাউলিয়া)-দৈখাওয়া/সাহেবের আলগা	২৭৭	মুছার চর ও আড় মারীর চর - ২.৫০ মিঃ	শুধু দিনে		২.১৩ মিঃ
২৫.	শিমুলিয়া-ইলিয়াছ আহম্মেদ চৌধুরী (বাংলাবাজার) ফেরী ঘাট	১১	হাজরা টার্নিং- ২.৮৯ মিঃ	দিবা/রাত্রি		২.৪৩ মিঃ
২৬.	শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি	১০	হাজরা টার্নিং- ২.৮৯ মিঃ	দিবা/রাত্রি		২.৪৩ মিঃ
২৭.	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী রুট	৪.৫	পাটুরিয়া এ্যাপ্রোচ চ্যানেল-৩.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি		৩.২০ মিঃ
২৮.	নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব	৯৫	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩,৪,৭,৮	৩.৯৬ মিঃ
২৯.	ভৈরব-আজমেরীগঞ্জ	১২৫	লালারটুব- ১.৯৮ মিঃ	শুধু দিনে	৩,৪,৭,৮	১.৮৫ মিঃ
৩০.	আজমেরীগঞ্জ-শেরপুর	৭১	রাণীগঞ্জ-(১)- ২.২৯ মিঃ	শুধু দিনে	৩,৪,৭,৮	২.১৫ মিঃ
৩১.	শেরপুর-জকিগঞ্জ	১১৬	আজুরা- ২.৪৪ মিঃ	শুধু দিনে	৩,৪,৭,৮	২.২০ মিঃ
৩২.	ভৈরব-ছাতক (ভায়া শিংপুর নালা)	২৩০	ধনপুর ও পাঁচহাট- ২.৪৪ মিঃ	শুধু দিনে		২.৩০ মিঃ
৩৩.	সদরঘাট-মীরপুর ব্রীজ	১৬	চরবাড়ীর টেক- ৩.৫০ মিঃ	শুধু দিনে		২.৮৯ মিঃ
৩৪.	মীরপুর ব্রীজ-আশুলিয়া	১৩	শনিরবিল- ৩.০৫ মিঃ	শুধু দিনে		২.৯০ মিঃ

১। সতর্কতাঃ ১ নং নৌ-রুটঃ চট্টগ্রাম-জনতাবাজার নৌ-পথে মাদার ভেসেল রেক বয়া (লাল বয়া লাল বাতি), আল রশিদ-২ লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি), টিটু-১৮ রেক লাইটেড বয়া, (লাল বয়া লাল বাতি), ফুলতলা-১ লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি), ভাসানচর-১ লাইটেড বয়া (সবুজ বয়া সবুজ বাতি), কালীরচর লাইটেড বয়া (সবুজ বয়া সবুজ বাতি), আক্তারবানু লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি), হাতিয়া-২ লাইটেড বয়া (সবুজ বয়া সবুজ বাতি), হাতিয়া আপ-১ লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি), হাতিয়া আপ-২ লাইটেড বয়া (সবুজ বয়া সবুজ বাতি), আলোর মিছিল লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি) এবং বয়ারচর-১ লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি) স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থাপিত রয়েছে। উল্লেখ্য যে, গত ২৮/১২/২০২২ইং তারিখে হাতিয়ার সন্নিকটে অর্ধডুবন্ত রেক "এমভি আরএম" জাহাজকে ১টি সবুজ জিআরপি বয়া (সবুজ বাতিসহ) স্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় চট্টগ্রাম হতে চরগজারিয়া নৌ-পথে চলাচলকারী সকল নৌ-যানকে চট্টগ্রাম হতে চরগজারিয়া যাওয়ার সময় অর্থাৎ উজানে সর্বোচ্চ ৪ মিটার ড্রাফট নিয়ে লাল বয়াকে হাতের বামে এবং সবুজ বয়াকে হাতের ডানে রেখে এবং মাষ্টার পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে উক্ত স্থান সমূহ অতিক্রমের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (খ) নৌ-রুটঃ গত ১৬/০১/২০২২ তারিখে হুজুররেজ খাল শোল এলাকায় ড্রেজিং সমাপ্ত হয়েছে। ২২/০১/২২ইং তারিখে ড্রেজিং এলাকায় একটি লাল লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। পুর্বে স্থাপিত সকল স্ফেরিক্যাল লাল লাইটেড বয়াপ্রত্যাহার করা হয়েছে।

চট্রগ্রাম থেকে চাঁদপুর/বরিশাল আসার পথে সদ্য স্থাপিত লাল লাইটেড বয়াটি হাতের বামে রেখে সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ জানানো যাচ্ছে। জনতাবাজার-চাঁদপুর নৌ-পথের হুজুরের খাল এলাকায় ০১টি সবুজ লাইটেড বয়া এবং চৌকিঘাটা এলাকায় ১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। জনতাবাজার হতে উজানে আসতে হুজুরের খালের সবুজ লাইটেড বয়া এবংচৌকিঘাটা সবুজ লাইটেড বয়াটি হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। গত ১০/১২/২০২১ইং তারিখে চাঁদপুর-মাওয়া নৌ-পথে বাবুরচর একটি স্পরেক্যিাল বয়া স্থাপন করা হয়ছে। মাওয়া যাওয়ার সময় উক্ত বয়াটি হাতরে ডানে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

২। সতর্কতাঃ ২ নং (ক) নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সংশ্লষ্টি সকল নৌ-যানরে মালকি/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারটরদরে অবগতরি জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বুড়িগিঙ্গা নদীর আলীগঞ্জ এলাকায় রলেওয়ে ব্রীজের নির্মাণ কাজ চলমান থাকায় নিরাপদ নৌ-চলাচলরে লক্ষ্যে নির্মাণাধীন রেল ব্রীজের উজানে ও ভাটিতে ডান পার্শ্বে ৬টি সবুজ লাইটডে বয়া এবং বাম পার্শ্বে ৬টি লাল লাইটডে বয়া স্থাপন করা হয়েছে। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সকল ধরনের নৌ-যানকে স্থাপতি বয়াসমূহ যথাযথভাবে অনুসরনর্পূবক এবং চলাচলকারী অন্যান্য নৌ-যানসমূহ হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে অতি সতর্কতার সাথে উক্ত এলাকা অতিক্রমের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। Padma Bridge Rail Link Project (CREC) কর্তৃক কুচয়িামারা, ধলশ্বেরী নদীর উপর নির্মিতব্য ৭নং ব্রীজের নির্মাণ কাজের সুবিধার্থে নদীর ২টি চ্যানেলে দিবা ও রাত্রিকালীণ সুষ্ঠুভাবে নৌ-যান চলাচলের জন্য প্রয়োজনীয় বয়া, বাতি স্থাপনসহ প্রয়োজনীয় মার্কিং করা হয়েছে ব্রীজটির নির্মাণ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সকল নৌ-যানকে অতি সতর্কতার সহিত ধীর গতিতে উক্ত এলাকা অতক্রিম করার জন্য নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।
সতর্কতাঃ ২ নং (খ) নৌ-রুটঃ পানির সমতল বৃদ্ধি পাওয়ায় পোস্তগোলা ব্রীজের ক্ষতিগ্রস্থ ১১ ও ১২ নং পিলারের মাঝ দিয়ে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার নৌ-যানসমূহকে চলাচলে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা যাচ্ছে।

৩। সতর্কতাঃ- ৪ নং (ক) নৌ-রুটঃ জনতাবাজার-চাঁদপুর ও জনতাবাজার-বরিশাল নৌ-পথের ইলিশা (তুলাতলী) একটি লাল লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। জনতাবাজার-চাঁদপুর যাওয়ার পথে বয়াটি হাতের বামে এবং বরিশাল যাওয়ার পথে বয়াটি হাতের ডানে, জনতাবাজার-চাঁদপুর নৌ-পথে ২০/১১/২০২১ইং তারিখে বঙ্গেরচরে একটি লাল লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর আসার পথে বয়াটি হাতের বামে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। ৩১/১২/২০ তারিখে উলানিয়া ড্রেজিং খাড়িতে ২টি লাইটেড বয়া ও ২টি স্ফেরিক্যাল বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর/ঢাকা থেকে বরিশাল/অন্যান্য স্থানে যাওয়ার সময় সকল বয়া হাতের ডানে রেখে সর্তকতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া গত ১৩/০৫/২০২২ইং তারিখে চাঁদপুর-জনতাবাজার নৌ-পথে বঙ্গেরচর নামকস্থানে একটি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বয়াটিকে চাঁদপুর আসার পথে হাতের ডানে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। গত ০৯/০৯/২২ তারখি ময়িারচররে আপে এবং বাইরে একটি লাল লাইটডে বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বরশিাল এবং সেলিমবাজার হতে চাঁদপুর আসতে বয়াটি হাতরে বামে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। গত ১১/১০/২০২২ইং তারখি চাঁদপুর-বরশিাল নৌ-পথরে হজিলা এলাকায় একটি স্পরেক্যিাল বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর/জনতাবাজার হতে বরশিাল চলাচলকারী নৌ-যান-কে বয়াটি হাতরে বামে রেখে সাবধানতার সাথে চলাচলের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ- ৪ নং (খ) চরবাড়িয়া হতে ০১ কিঃ মিঃ আপে বিদ্যুৎ বিভাগের ০৩টি পিলারের পাইল লেগের মধ্যে ০১টির সবুজ বাতি লাগানো হয়েছে। উক্ত পিলারদ্বয়কে বরিশাল হতে ঢাকা যেতে হাতের ডানে এবং ঢাকা থেকে বরিশাল আসতে হাতের বাম পার্শ্বেরেখে সাবধানে চলাচলের জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। চরবাড়িয়া ডুব চরে ০২টি স্ফেরিক্যাল বয়া স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত বয়া ০২টি বরিশাল হতে ঢাকা যেতে হাতের ডানে ঢাকা হতে বরিশালে আসতে হাতের বামে রেখে চলাচলের জন্য নির্দেশ করা যাচ্ছে। পোটকারচর নামক স্থানে (শায়েস্তাবাদ নালার মুখে) ট্রানির্ং পয়েন্টে পোর্টহ্যান্ড সাইডে ০১টি লাল লাইটেড বয়া এবং বাগরজা (চরশিবলী) স্থানে (ষ্টারবোর্ড সাইডে) ০১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বাউশিয়া নামক স্থানে স্থাপিত লাইটেড বয়াটি স্থানান্তর করে লতাখালের মুখে পুন:স্থাপন করে সবুজ বাতি দেয়া হয়েছে। লতাখাল নামক পুন:স্থাপিত সবুজ বয়াটি বরিশাল হতে ঢাকা যেতে হাতের ডান পার্শ্বেরেখে সাবধানে চলাচলের জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নেভিগেশন রুলস অনুযায়ী সাবধানে চলাচলের জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। বামনীরচর নামক স্থানে একটি লাল লাইটেড বয়া এবং নলবুনিয়া নামক স্থানে একাট সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বরিশাল হতে ঢাকাগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত বয়া ২টি যথাক্রমে হাতের বামে ও ডানে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৪। সতর্কতাঃ ৭ নং নৌ-রুটঃ বরিশাল-পায়রা বন্দর (দুর্গাপাশা-দশমিনা-চরকাজল হয়ে) নৌ-পথের সাচরা নামক স্থানে একটি সবুজ লাইটেড বয়া এবং পানপট্রি নামক স্থানে একটি লাল লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। পায়রাবন্দর হতে লেংগুটিয়া/বরিশালগামী সকল জাহাজকে উক্ত বয়া দুটি যথাক্রমে হাতের ডানে ও বামে রেখে সর্তকতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৫। সতর্কতাঃ ৮ নং নৌ-রুটঃ সদর দপ্তর র্কতৃক র্পূণ জোয়াররে সুবধিা নিয়ে ১২´ফুট ড্রাফটরে জাহাজ মোংলা/ঘষয়িাখালী হতে একমূখী চলাচলরে বিজ্ঞপ্তী প্রদান করা হয়েছে এবং ঘূর্ণিঝড় সিত্রাং এর প্রভাবে গত ২৪/১০/২০২২ইং তারখি মোংলা-ঘষয়িাখালী নৌ-পথে মোংলা রকেট ঘাট বিবি-১১৫১ মইেনে চ্যানেলে নিমজ্জিত হয়েছে। নিমজ্জিত নৌ-যান এর উপর রেক বয়া দ্বারা মার্কিং করে বাতি স্থাপন করা হয়েছে। মোংলা হতে ঘষিয়াখালী যেতে নিমজ্জিত নৌ-যান হাতের ডানে রেখে এবং ঘষয়িাখালী হতে মোংলা যেতে নিমজ্জিত নৌ-যান হাতের বামে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। এছাড়া খুলনা রুপসা নদীর নৌ-পথে ব্রীজ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ইতোর্পূবে ৭২/৭৩ এর মধ্যবর্তী পিয়ারের ভিতর দিয়ে নৌ-যান চলাচল করত। কিন্তু র্বতমানে ব্রীজের ৭২/৭৩ পিয়ারের উপরের অংশে নির্মাণ কাজ শুরু হবে বিধায় নিরাপদ নৌ-চলাচলের স্বার্থে উক্ত পিয়ারের পরিবর্তে ৭১/৭২ নং পিয়ারের মধ্য দিয়ে নৌ-যান চলাচলের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। মংলা-ঘষিয়াখালী নৌ-পথের উলুবুনিয়া নামক স্থানে গত ১২/০৬/২০২২ তারিখে ব্যক্তি মালকিনাধীন কনফিডেন্স ড্রেজার হাউজ বোট উল্টে গিয়ে ডুবে যায়। ডুবন্ত হাউজ বোটকে চিহ্নিত করনের লক্ষ্যে উক্ত স্থানকে বয়া ও লাল পতাকা দ্বারা মার্কিং করা হয়েছে। সকল নৌ-যানকে মংলা-ঘাষয়িাখালী যাওয়ার পথে উক্ত বয়াকে হাতের ডানে এবং ঘাষিয়াখালী-মংলা আসার পথে উক্ত বয়াকে হাতের বামে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৬। সতর্কতাঃ ১০নং (ক) নৌ-রুটঃ অভয়নগর থানার নিকট শেখ ব্রাদার্স ঘাটের অপর পার্শ্বেবৃটিশ আমলে নির্মিত নীল কুটিরের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে নদী গর্ভে পড়ে আছে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে গত ১৯/১২/২০১৮ইং তারিখ উক্ত স্থানে একটি জিআরপি রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের ডানে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমূহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শদেয়া যাচ্ছে।

৭। সতর্কতাঃ ১০ নং নৌ-রুটঃ (খ) এতদ্বারা সংশ্লিষ্টি সকল নৌ-যানরে মালকি/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারটরদরে অবগতরি জন্য জানানো যাচ্ছে যে, গত ২৩/১০/২০২২ইং তারিখে আনুমানিক সকাল ০৭০০ ঘটিকার সময় খুলনা-মোংলা নৌ-পথে এমভি শাহ আমানত-২ রুপসা ব্রীজের আপে তেরগোলা নামক স্থানে মেইন চ্যানেলে নিমজ্জিত হয়েছে। নিমজ্জিত নৌ-যানের উপর জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে মোংলা যেতে নিমজ্জিত নৌযান হাতের বামে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে। এছাড়া খুলনা-নওয়াপাড়া নৌ-পথের পীরবাড়িঘাট এলাকায় গত ০৩/০২/২০২২ইং তা্রিখে "এমভি শারবি বাধন" নামের একটি সারবাহী কার্গো জাহাজ ডুবে যায়; যার ভৌগোলকি অবস্থান23°01'32.3"N এবং 89°24'18.1"E.। ডুবন্ত নৌ-যানটিকে চিহ্নিত করনের লক্ষ্যে নৌ-যানটির সামনে ও পছিনে লাল পতাকাসহ রেকবয়া স্থাপন এবং ক্লোজ মার্কিং করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়া ফেরীঘা্টের দিকে যাওয়ার সময় ডুবন্ত নৌ-যানটিকে হাতের বামে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনা আসার সময় ডুবন্ত নৌ-যানকে হাতের ডানে রেখে সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

৮। সতর্কতাঃ ১৮নং নৌ-রুটঃ চাঁদপুর/হরিনা হতে আলুবাজারগামী নৌ-যানসমূহকে লক্ষীরচর টাওয়ার বিকনটিকে বামে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৯। সতর্কতাঃ ১৯নং নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ/মেঘনাঘাট নৌ-পথে গত ০৫/০৮/২০২১ তারিখে মহিষেরচর এলাকায় একটি সবুজ বয়া বাহাদুরপুর এলাকায় একটি লাল বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর হতে-ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/মেঘনাঘাটগামী সকল নৌ-যানসমুহকে মহিষেরচর সবুজ লাইটেড বয়াকে হাতের ডানে এবং আমিরাবাদ ও বাহাদুরপুর লাল লাইটেড বয়াকে বামে রেখে সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

১০। সতর্কতাঃ ২০ নং নৌ-রুটঃগত ২২/১১/২১ইং তারিখে বিরবিরি এলাকায় একটি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বয়াটির উভয় পাশ দিয়ে চলাচল করা যাবে। মজুচৌধুরীরহাট-ইলিশা ফেরী রুটে চররমনী সংক্ষিপ্ত ফেরী প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিকন এবং অন্যান্য মার্কা স্থাপন করা হয়েছে। ফেরীসমূহকে সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। ইলিশা ফেরী ঘাটের সামনে একটি ডুবোচরের সৃষ্টি হয়েছে। উক্ত নৌ-পথে চলাচলকারী সকল নৌ-যানকে তুলাতুলিতে স্থাপিত লাল বয়াকে উজান/ভাটি দিয়ে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

১১। সতর্কতাঃ ২১ নং (ক) নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-মাওয়া নৌ-পথে সর্বোচ্চ-৩.৫০ মিঃ ড্রাফ্ট সীমার নৌ-যান গুলোকে পূর্ণ জোয়ারেরর সুবিধা নিয়ে এবং মাওয়া-পাটুরিয়া নৌ-পথে ৩.০৫ মিঃ ড্রাফট সীমাচলাচল করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া গত ১০/১২/২০২১ইং তারিখে চাঁদপুর-মাওয়া নৌ-পথে বাবুরচর এলাকায় একটি স্পেরিক্যাল বয়া স্থাপন করা হয়েছে। মাওয়া যাওয়ার সময় উক্ত বয়াটি হাতের ডানে রেখে চলাচল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাচ্ছে।

সর্তকতাঃ ২১ নং (খ) নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি, শিমুলিয়া-পাটুরিয়া এবং শিমুলিয়া-চাঁদপুর নৌ-পথে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন "পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ" কর্তৃক "আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "পদ্মা রিভার ক্রসিং ৪০০ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন এর নির্মাণ" কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। উক্ত সঞ্চালন লাইনটির টাওয়ার পদ্মা নদীর উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কুমারভোগ-লৌহজং, মুন্সিগঞ্জ এবং দক্ষিন-পশ্চিম প্রান্তে নওডোবা (মাঝিরঘাট), জাজিরা, শরিয়তপুর এলাকা বরাবর নদীর অভ্যন্তরে নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত টাওয়ারের নির্মাণ কাজ শেষে আলোচ্য সঞ্চালন লাইনটির ষ্ট্রিংগিং (তার টানা) কাজ নিম্নে বর্নিত সময় সূচী অনুযায়ী সম্পন্ন করা হবে:-

নদীর নাম	টাওয়ার নং	রিভার ক্রসিং টাওয়ারের অবস্থান (জিপিএস কোঅর্ডিনেট)		Height of bottom conductor from HFL (Meter)	সম্ভাব্য সময়সুচী
		E	N		
পদ্মা	৬	221989.117	2591233.346	26 m	০১/১০/২০২২ইং হতে ৩১/১২/২০২২ইং
	৭	222080.591	2592051.620	26 m	
	৮	222172.619	2592874.862	26 m	
	৯	222264.648	2593698.104	26 m	
	১০	222356.677	2594521.346	26 m	
	১১	222448.705	2595344.588	26 m	
	১২	222540.734	2596167.830	26 m	
	১৩	222632.763	2596991.072	26 m	
	১৪	222721.459	2597784.501	26 m	

এমতাবস্থায়, রামপাল ও পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সঞ্চালনের লক্ষ্যে "আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ" প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার স্বার্থে উপরোক্ত ছকে উল্লেখিত স্থানসমূহে আগামী ০১/১০/২০২২ইং হতে ৩১/১২/২০২২ইং তারিখ পর্যন্ত শিমুলিয়া-মাঝিকান্দি, শিমুলিয়া-পাটুরিয়া এবং শিমুলিয়া-চাঁদপুর নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানসমূহকে নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে পজিসিবির্কিতৃক স্থাপতি নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি অনুসরন পূবক ও বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলটসহ অতি-সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১২। সতর্কতাঃ ২২ নং নৌ-রুটঃ (ক) এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নদীর পানি দ্রুত হ্রাস ও পলি পড়ার কারণে পাটুরিয়া-নগরবাড়ী নৌ-পথের মোল্লারচর, লতিফপুর, মালুরচর, ব্যাটারীরচর, আওয়ালবাঁধ এবং মোহনগঞ্জ (হুরাসাগরের মুখ) শোলসমূহে নাব্যতা সংকট দেখা দেয়ায় নিরাপদ নৌ-চলাচলের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ড্রেজিং কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত পাটুরিয়া-নগরবাড়ী-বাঘাবাড়ী নৌ-পথে চলাচলকারী সকল নৌ-যানকে সর্বোচ্চ ০৮ ফুট ড্রাফট নিয়ে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। এছাড়া ০৮ ফুটের অধিক ড্রাফট বিশিষ্ট নৌ-যানসমূহকে পাটুরিয়া-নগরবাড়ী নৌ-পথ পরিহার করে স্থাপিত নৌ-সহায়ক যন্ত্রপাতি অনুসরন পূর্বক বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলটসহ সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

(খ) পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী যেতে ১ নং টাওয়ারকে বামে রেখে এবং বাঘাবাড়ী হতে পাটুরিয়া আসতে ১ নং টাওয়ারকে ডানে রেখে এবং আরিচা-কাউলিয়া যেতে-আসতে ৯ ও ১০ নং টাওয়ারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত নৌ-পথে পূর্ব পশ্চিম আন্তঃ সংযোগ বৈদ্যুতিক তারের নীচ দিয়ে অতিক্রম করার সময় সকল প্রকার নৌ-যানগুলোকে বৈদ্যুতিক তারের স্পর্শ হতে বাঁচার জন্য সর্বনিম্ন৬৮.০০ ফুট এবং পদ্মা নদীর লালনশাহ সেতু ৫১.০০ ফুট, হার্ডিঞ্জ ব্রীজ ৫১.২০ এবং বাঘাবাড়ী বড়াল নদীর ব্রীজের নিচ দিয়ে ২৯.০০ ফুট ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স বজায় রেখে চলতে হবে। এছাড়া মাওয়া-সিএন্ডবি ঘাট নৌ-পথেগোপালপুরঘাট, বিশুমাতবর ডাঙ্গি, ভজনডাঙ্গা ও সিএন্ডবিঘাট, মাওয়া-পাটুরিয়া নৌ-পথে নারিশা এবং পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-পথের কল্যানপুর খেয়াঘাট এলাকায় নদীর তলদেশ দিয়ে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ফরিদপুর, দোহার এবং পাবনা কর্তৃক বৈদ্যুতিক তার (সাবমেরিন ক্যাবল) অতিক্রম করেছে বিধায় মাওয়া-সিএন্ডবিঘাট, মাওয়া-পাটুরিয়া এবং পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানসমূহকে (গোপালপুরঘাট, বিশুমাতবর ডাঙ্গি, ভজনডাঙ্গা ও সিএন্ডবিঘাট, মাওয়া-পাটুরিয়া নৌ-পথে নারিশা এবং পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ি নৌ-পথের কল্যানপুর খেয়াঘাট) এলাকাগুলো সতর্কতার সহিত অতিক্রমের জন্য অনুরোধ করা হল।

১৩। সতর্কতাঃ ২৪ নং নৌ-রুটঃ বর্তমানে নদীর পানি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ায় বিভিন্ন ডুবো চর জাগ্রত হওয়ার কারনে কাউলয়া-সাহবেরে

আলগা পর্যন্ত নৌ-পথের শোলগুলি অতক্রিম করার সময় জাহাজগুলো নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে খুব সাবধানতার সাথে চলাচল করবে। উল্লখ্যে যে, যমুনা নদীর Nature Unstable & Unpredictable হওয়ায় যেকোন মুহর্তে শোলে পানির গভীরতার তারতম্য হতে পারে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় হতে পিলার নং-০৯-১০ এর মাঝ দিয়ে জাহাজ সমূহ অতিক্রম করবে এবং স্রোতের চেয়ে ইঞ্জিন শক্তি যদি কম হয় তাহলে পানি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত অতিক্রম না করে অপক্ষো করবে।

১৪। সতর্কতাঃ ২৫ নং নৌ-রুটঃ বর্তমান নাব্যতা অনুযায়ী লঞ্চ ও অন্যান্য নৌ-যানের জন্য আপে পদ্মা ব্রীজ পার হতে, ১৯-২০ পিলারের মাঝখান দিয়ে এবং ডাউনে ২০-২১ পিলারের মাঝ দিয়ে নৌ-পথ নির্ধারন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, চলমান নির্মাণ কাজের কারনে স্প্যানের মাঝে কখনো বার্জ স্থাপন এবং রশি ঝুলানো থাকতে পারে সেক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর টহলরত স্পীড বোটের সাথে ভিএইচএফ এর মাধ্যমে যোগাযোগ করে সতর্কতার সাথে পার্শ্ববর্তী স্প্যান ব্যবহার করে নিরাপদে পদ্মা সেতু পার হওয়া যেতে পারে।

১৫। সতর্কতাঃ ৩২-৩৩ নং নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, তুরাগ নদীর সদরঘাট-আশুলিয়া নৌ-পথের গাবতলীতে নতুন ব্রীজ নির্মাণ করা হচ্ছে। উক্ত স্থান দিয়ে নৌ-যানসমূহকে জোয়াররে সুবধিা নিয়ে অতিক্রমের সময় অত্যান্ত সতর্কতার সাথে চলাচলের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ-বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

১। বিআইডব্লিউটি'র হট লাইন নং-১৬১১৩
২। পরিচালক (নৌ-সওপ), ফোন নং- ০২২২৩৩৮০৯১৮, মোবাঃ ০১৭১৬-০২৬৭০৪
৩। অতিরিক্ত পরিচালক (নৌ-পথ), ফোন নং- ৯৫৫৭০৬০, মোবাঃ ০১৭০১-৭৪০৭৭৫
৪। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সদরঘাট ফোন নং-৭১১৩৬৫০, মোবাঃ ০১৭৫২-৯৬৯৫০২
৫। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চাঁদপুর ফোন নং-০৮৪১/৬৩২৮৩, মোবাঃ ০১৭০৭-৩১৫৩৪৫
৬। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), বরিশাল ফোন নং-০৪৩১/৬৩৬৭৩, মোবাঃ ০১৭১৬-৪৫২৪৪৫
৭। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চট্রগ্রাম ফোন নং-০৩১/৬১০৬০০, মোবাঃ ০১৭১২-৮৪৪৩০৯
৮। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), আরিচা ফোন নং-৭৭১৬০৫২, মোবাঃ ০১৭৪২-৩৭৬৭৩৩
৯। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), খুলনা ফোন নং-০৪৩১/৭২০৩৪০, মোবাঃ ০১৭১১-০২৪১০৭
১০। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সিরাজগঞ্জ ফোন নং- ০৭৫১/৬২২৫৯, মোবাঃ ০১৭৪৯-৫০৫৩৯৫

*** দক্ষ/অভিজ্ঞ সনদধারী মাষ্টার দ্বারা নৌ-যান পরিচালনা করুন।**
*** পথিমধ্যে কাল বৈশাখী/স্থানীয় ঝড়ের আশংকা থাকলে নৌ-যান নিরাপদ স্থানে ভিড়িয়ে অপেক্ষা করুন।**
*** রাতের বেলায় বিশেষ সতর্কতার সাথে নৌ-যান পরিচালনা করুন।**

৬-৩-২০২৩
মোঃ শাহজাহান
পরিচালক(নৌ-সওপ)
ফোন: ৮৮০-২-৯৫৫৬১৫১-৫৫, ৯৫৫৫০৪২,
৯৫৫২০৩৯, ৯৫৫২০২৭, ৮৮০-২-৯৫৬৫৫৬১
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৫৫১০৭২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) পরিচালক(নৌ-নিঃ ট্রাঃ), পরিচালক (নৌ-নিরাপত্তা ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বিভাগ)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-

পরিবহন কর্তৃপক্ষ

২) পরিচালক (আইসিটি)/ সিস্টেম ম্যানেজার (অতিরিক্ত দায়িত্ব), পরিচালক/সিস্টেম ম্যানেজার (আইসিটি বিভাগ)-এর দপ্তর , বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

৩) পরিচালক(বন্দর ও পরিবহন) , পরিচালক (বন্দর ও পরিবহন বিভাগ)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

৪) প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং), প্রধান প্রকৌশলী (ড্রেজিং বিভাগ)-এর দপ্তর , বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

৫) পরিচালক হাইড্রোগ্রাফি, পরিচালক (হাইড্রোগ্রাফি বিভাগ)-এর দপ্তর , বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

৬) মোঃ মাহমুদুল হাসান থানদার, যুগ্ম-পরিচালক(নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, সদরঘাট।

৭) মোঃ সবুর খান, যুগ্ম-পরিচালক (ভাঃ) (নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, চট্রগ্রাম।

৮) মোহাম্মদ সেলিম, যুগ্ম-পরিচালক (ভাঃ) (নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, বরিশাল।

৯) মোঃ আব্দুল্লাহ আল বাক্কী, যুগ্ম-পরিচালক (ভাঃ) (নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, চাঁদপুর।

১০) এস.এম. আজগর আলী, যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, আরিচা।

১১) শরীফ আহাম্মদ মাহফুজ উল আলম মোল্লা , উপ-পরিচালক (নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, সিরাজগঞ্জ।

১২) মোঃ মাসুদুল হক, উপ-পরিচালক(নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, মাওয়া।

১৩) মোঃ আশ্রাফ উদ্দীন, উপ-পরিচালক (নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক, খুলনা।

১৪) মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন, উপ-পরিচালক (নৌ-সওপ), নৌ-সওপ বিভাগ, বাঅনৌপক,আশুগঞ্জ।

১৫) সমন্বয় কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৬) ব্যক্তিগত সহকারী, সদস্য (পরিকল্পনা ও পরিচালন) মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৭) ব্যক্তিগত সহকারী, সদস্য (প্রকৌশল) মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৮) ব্যক্তিগত সহকারী, পরিচালক (নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ)-এর দপ্তর, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ